ইমারজেন্সি ২০১২

মায়ান সভ্যতার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ২০১২ সালে পৃথিবীর বুকে কোনো মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে '২০১২' নামে একটি সিনেমাও প্রস্তুত করা হয়েছে। আজকের আলোচ্য গেমটি সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বানানো। গেমটির নাম ইমারজেন্সি ২০১২। গেমটি ডেভেলপ করেছে কুয়াড্রিগা গেমস এবং পাবলিশ করেছে ডিপ সিলভার নামের প্রতিষ্ঠান। ইমারজেন্সি গেম সিরিজটির যাত্রা শুরু ১৯৯৮ সালে। এ সিরিজের গেম বের হয়েছে মোট ৫টি। এগুলো হচ্ছে : ইমারজেন্সি-ফাইটারস ফর লাইফ, ইমারজেন্সি ২-দ্য আলটিমেট ফাইট ফর লাইফ, ইমারজেন্সি ৩-মিশন লাইফ, ইমারজেন্সি ৪-গ্লোবাল ফাইটারস ফর লাইফ ও ইমারজেন্সি ২০১২-দ্য কোয়েস্ট ফর পিস। প্রতিটি গেমের থিম বানানো হয়েছে ইমারজেন্সি সার্ভিসের ওপর ভিত্তি করে। দমকল বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, পরিবেশ রক্ষা বাহিনী, প্যারামেডিক বাহিনী ইত্যাদি নিয়ে গেমে মিশন সম্পন্ন করতে হয়। গেম সিরিজটির মূল ডেভেলপার হচ্ছে জার্মানির সিক্সটিন টনস এন্টারটেইনমেন্ট, তবে দুয়েকবার সিরিজটির গেম ডেভেলপার বদল হওয়ার ব্যাপার লক্ষ করা গেছে। এ ধাঁচের আরো কয়েকটি গেমের মধ্যে রয়েছে-দ্য ফায়ারম্যান, দ্য ইগনিশন ফ্যাক্টর ও জিরো আওয়ার-আমেরিকাস মেডিক। যেখানে গেমারকে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান হিসেবে শহরের মানুষকে বিভিন্ন দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আতঙ্কবাদীদের হামলার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। যেমন-লন্ডনে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, প্যারিস শহরের ভয়ানক ঝড়ের পরে সংঘটিত দাঙ্গা, বার্লিনের অসহনীয় গরম ও অ্যাম্বেপের বিশাল দাবানলের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে হবে। গেমটি মূলত একটি রিয়েল টাইম সিমুলেশন টাইপের গেম, তবে এতে রয়েছে স্ট্র্যাটেজি গেমের আমেজও। গেমারকে বিভিন্ন ইমারজেন্সি সার্ভিসের হয়ে কাজ করতে হবে। যেমন-প্যারামেডিকস, ইঞ্জিনিয়ার, ফায়ারম্যান এবং পুলিশ ইত্যাদি। প্রতিটি আলাদা বাহিনীর লোকেদের রয়েছে নিজস্ব কিছু স্পেশাল ফিচার, সেই সাথে রয়েছে কিছু দুর্বলতা। ইঞ্জিনিয়াররা লোকজনকে উদ্ধার করতে পারবে, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ও যানবাহন রিপেয়ার করতে পারবে, কিন্তু প্যারামেডিক টিম শুধু আহত সিভিলিয়ানদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারবে। এ ছাড়া পুলিশ বাহিনী অন্যদের থেকে বেশি কার্যকরী, কেননা তারা সিভিলিয়ানদেরকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে পারবে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারবে।

গেমে একাধিক কমান্ড একসাথে দেয়া সম্ভব, যার ফলে কোথাও আগুন লাগলে দমকল বাহিনীকে সিলেক্ট করে সেখানকার আগুন নেভানোর জন্য পাঠাতে হবে। পুলিশ বাহিনীকে আগুন থেকে সিভিলিয়ানদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কমান্ড দিতে হবে। গেমের প্রথম দিকে গেমটি তেমন কঠিন নয়, তবে আস্তে আস্তে গেম বেশ কঠিন হতে শুরু করবে। কারণ যখন বড় শহর দেয়া হবে তখন যদি একাধিক জায়গায় একসাথে আগুন লাগে তাহলে গেমারকে সীমিত পরিমাণ কিছু দমকল বাহিনীর লোক নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। যেখানে কোন এলাকার আগুন আগে নেভাতে হবে, কোন এলাকার আগুন নেভানো সম্ভব হবে না, কোথায় আগুন না নেভালেও ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কম-এসব ব্যাপার মাথায় রেখে গেম খেলতে হবে। আবার যদি বেশি সিভিলিয়ান গেমারের দেরি করার জন্য আগুনে পুড়ে মারা যায় তাহলে গেমারকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

গেমে প্রায় ১২টি মিশন রয়েছে যা খেলতে হবে বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, হামবুর্গ, কোলগনে, মিউনিখ, ইন্সবাক, জারম্যাটসহ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপিয়ান শহরে। গেমে বাজেটের ব্যাপারে বেশ সচেতন হতে হবে এবং প্রতিটি অর্থ সঠিক কাজে ও সঠিক সময়ে ব্যবহার করতে পারলে সাফল্য আসবে দ্রুত। গেমে ইমারজেন্সি যানবাহনগুলো আপগ্রেড করা যাবে যাতে তাদের কার্যকারিতা অনেকাংশে বেড়ে যাবে। আগের গেমগুলোর চেয়ে বেশ কিছু নতুনত্ব আনা হয়েছে নতুন গেমটির গেমপ্লে ও কন্ট্রোলিংয়ের ক্ষেত্রে।

গেমের আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স বেশ ভালো, গ্রাফিক্স কোয়ালিটি মোটামুটি, তবে শব্দশৈলী খুব ভালো। যদি সিমুলেশন বা স্ট্র্যাটেজি গেমের গ্রাফিক্স হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবে গেমের গ্রাফিক্স বেশ ভালোই বলা চলে। গেমে অনেক কাট-সিন রাখা হয়েছে, যার ফলে গেমার গেম খেলার সময় মুভি দেখার স্বাদ পাবেন। এ ছাড়া প্রতি মিশনের আগে পুরো শহরের অবস্থা কাট-সিনের মাধ্যমে গেমারকে দেখানো হবে। তখনই গেমারকে কোথায় কোন ব্যবস্থা নিতে হবে সেটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হবে এবং গেম শুরু হওয়ার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব বিভিন্ন বাহিনীকে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় কাজের জন্য পাঠাতে হবে।

গেমটি চালাতে লাগবে ইন্টেল পেন্টিয়াম ২.৫ গিগাহার্টজ বা এএমডি এথলন ৬৪ ৪২০০+ সিরিজের প্রসেসর, এনভিডিয়া জিফোর্স ৬৫ সিরিজ বা এটিআই রাডেওন এক্স১৩০০ সিরিজের ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির ডিরেক্টএক্স ৯ সাপোর্টেড গ্রাফিক্সকার্ড, ১ গিগাবাইট র‍্যাম ও ৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক। গেমটি ভালোভাবে চালানোর জন্য ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২ গিগাহার্টজ বা এএমডি এথলন ৬৪ এক্স২ ৪০০০+ সিরিজের প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৬০০ জিটিএস সিরিজ বা সমমানের এটিআই রাডেওন সিরিজের গ্রাফিক্সকার্ড। ফ্রি প্লে নামে গেমে আরেকটি মোড রয়েছে যাতে রয়েছে আলাদা স্বাদ। অনলাইনে এ গেমটি চারজন গেমার একসাথে কো-অপারেটিভ মোডে খেলতে পারবে। গেমটি বেশ শিক্ষামূলক এবং প্রয়োজনীয় একটি গেম। তাই মারকাট গেম খেলার পাশাপাশি এ ধরনের গেমগুলো খেলে দেখা উচিত। আর অভিভাবকরা তাদের সন্তানদেরকে এ ধরনের গেম খেলতে উৎসাহ দিন।

দ্য রিভার অব টাইম

রোল প্লেয়িং গেম খেলার মাঝে রয়েছে অন্যরকম মজা। কারণ রোল প্লেয়িং গেমে কোনো একটি নির্দিষ্ট চরিত্রকে নিয়ে গেমারকে খেলতে হয় এবং মারামারি করার চেয়ে এসব গেমে পাজলের সমাধান বের করা এবং নানা স্থানে বিশেষ কোনো তথ্য খুঁজে বেড়ানোটাই প্রাধান্য পায়। বেশিরভাগ রোল প্লেয়িং গেমের ডিসপ্লে হয় অনেকটা স্ট্র্যাটেজিক গেমের দৃশ্যের মতো। কিন্তু তার কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। কিছু আরপিজিতে এখন থার্ড পারসন মোড আনা হচ্ছে। এতে গেমটি খেলার আগ্রহ আরো বেড়ে যায় এবং গেমের একঘেয়েমি দূর হয়ে যায়। এমনি একটি গেম হচ্ছে ড্রাকেনসাং-দ্য রিভার অব টাইম। এতে রোল প্লেয়িং ক্যারেক্টারকে নিয়ে থার্ড পারসন মোডে খেলতে হয়। গেমটি খেলার ধাঁচ অনেকটা রাইজ অব দ্য আর্গোনটসের মতো। গেমটি ডেভেলপ করেছে রাডন ল্যাবস এবং পাবলিশ হয়েছে ডিটিপি এন্টারটেইনমেন্ট, টিএইচকিউ ও ইডিওস ইন্টারঅ্যাকটিভের ব্যানারে। গেমের পরিবেশ বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়েছে নেবুলা ডিভাইস নামের গেম ইঞ্জিন। গেমটি শুধু উইন্ডোজের জন্য মুক্তি দেয়া হয়েছে, কনসোলে নয়।

এই গেমের জগতটি কাল্পনিক অর্থাৎ গেমটি ফ্যান্টাসিনির্ভর থার্ড পারসন রোল প্লেয়িং গেম। মিডেনরিয়েলমিয়েন নামের অঞ্চলের ফেরডক নামের শহরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই গেমের কাহিনী। ড্রাকেনসাং হচ্ছে সেই শহরের অ্যানভিল পাহাড়ের চূড়ার নাম। শান্তিপ্রিয় ফেরডক শহরে হঠাৎ করে কিছু খুনের ঘটনা ঘটে যাবে, যা খুবই রহস্যজনক। গেমারের কাজ হবে সেই খুনের সূত্র ধরে খুনির সন্ধান করা। গেমারের সাথে সাহায্যকারী হিসেবে আরো তিনজন থাকবে। গেমের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে-নিজের ইচ্ছেমতো গেমের চরিত্রকে বানিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা, প্রায় ৪০ ধরনের জাদুমন্ত্রের ব্যবহার, নানা বৈচিত্র্যের শত্রুপক্ষ ও দৈত্য-দানব, যেমন-লিননর্ম, ওর্গ, আনডেড মিউল, বিশালাকৃতির অ্যামব্রেবাসহ আরো অনেক কিছু।

গেমের পরিবেশে বাস্তবতার আভাস আনার বেশ চেষ্টা করা হয়েছে। গেমারদের যে ব্যাপারটি বেশ আকৃষ্ট করবে তা হচ্ছে গেমের শুরুতে নিজের পছন্দমতো চরিত্র বানিয়ে নেয়া। গেমের চরিত্র খুব সহজে সুন্দর করে বানানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গেমের সাউন্ড কোয়ালিটি বেশ ভালোমানের। গেমের প্রতিটি চরিত্রের কণ্ঠ ও কথাবার্তার ধরনে বেশ পার্থক্য রাখা হয়েছে। গেমটি সবার কাছে ভালোই লাগবে আশা করি। গেমটি খেলার জন্য ২.৪ গিগাহার্টজ গতির পেন্টিয়াম ৪ বা সমমানের এএমডির প্রসেসর, উইন্ডোজ এক্সপির ক্ষেত্রে ১ গিগাবাইট ও ভিসতার ক্ষেত্রে ২ গিগাবাইট মেমরির র‍্যাম, ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্সকার্ড (ন্যূনতম এনভিডিয়া জিফোর্স ৬৬০০ জিটি বা সমমানের) এবং হার্ডডিস্কে ৬ গিগাবাইট ফাঁকা স্থানের প্রয়োজন হবে।

মেডেল অব অনার

যুদ্ধভিত্তিক ফাস্ট পারসন শুটিং গেমগুলোর মাঝে সেরাদের তালিকায় অনেক দিন ধরেই স্থান দখল করে আছে কল অব ডিউটি ও মেডেল অব অনার সিরিজের গেমগুলো। ইলেকট্রনিক আর্টসের নামকরা এ গেম সিরিজের পটভূমি হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ গেম সিরিজের যাত্রা শুরু ১৯৯৯ সালে মেডেল অব অনার নামের গেমটি দিয়ে এবং একে একে আরো বের হয়েছে-আন্ডারগ্রাউন্ড, অ্যালাইড অ্যাসাউল্ট, ফ্রন্টলাইন, রাইজিং সান, ইনফিল্ট্রেটর, প্যাসিফিক অ্যাসাউল্ট, ইউরোপিয়ান অ্যাসাউল্ট, হিরোস, ভ্যানগার্ড, এয়ারবর্ন ও হিরোস ২। ২০১০ সালে ইএ লস অ্যাঞ্জেলেস শাখার উপশাখা ডেঞ্জার ক্লোজ নামের নতুন এক গেম ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান গেমটিকে নতুন করে বের করে। বিশ্বযুদ্ধের ধারাবাহিকতা বাদ দিয়ে নতুন যুগের যুদ্ধ নিয়ে গেমটিতে নতুন এক পটভূমি সূচনা করায় গেমটির নাম এ সিরিজের প্রথম গেমের নামে মিল রেখে দেয়া হয়েছে। নতুন গেমটি মেডেল অব অনার সিরিজে সাফল্যের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গেমটির সিঙ্গেল প্লেয়ার মোড ডেভেলপ করা হয়েছে আনরিয়েল ইঞ্জিন ৩ দিয়ে। মাল্টিপ্লেয়ার মোড বানানো হয়েছে ফ্রস্টবাইট ইঞ্জিন দিয়ে এবং তা ডেভেলপ করেছে ইএ ডিজিটাল ইলুশনস সিই। তাই গেমের সিঙ্গেল ও মাল্টিপ্লেয়ার মোডে পাওয়া যাবে ভিন্ন স্বাদ।

গেমটি আফগানিস্তানের সাথে আমেরিকার চলা যুদ্ধের সত্যিকার কিছু ঘটনা নিয়ে বানানো হয়েছে। গেমারকে ইউএস আর্মির সদস্য হিসেবে তালেবান ও আল কায়দার সদস্যদের সাথে লড়াই করতে হবে। গেমের লক্ষ্যগুলোর মাঝে প্রতিপক্ষের লুকানোর ঘাঁটিতে হামলা করা, বন্দিদের মুক্ত করা এবং আন্ডারকভার অপারেশনে অংশগ্রহণ করাই হবে মুখ্য। গেমে খেলার সময় অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে অস্ত্র ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র আনলক হবে। গেমে মাল্টিপ্লেয়ার মোডটিকে বেশ উন্নত করা হয়েছে এবং সিঙ্গেল প্লেয়ার মোডের চেয়ে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে বানানো হয়েছে। ভালোমানের ইন্টারনেট কানেকশন থাকলে অবশ্যই একবার মাল্টিপ্লেয়ার মোডে গেমটি খেলার স্বাদ উপভোগ করতে ভুলবেন না।

গেমের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড সিস্টেমের বাস্তবতা লক্ষ করার মতো। গেমটি চালানোর জন্য ন্যূনতম সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে-প্রসেসর : পেন্টিয়াম ডি ৩.২ গিগাহার্টজ, র‍্যাম : ২ গিগাবাইট, গ্রাফিক্সকার্ড : ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড (এনভিডিয়া জিফোর্স ৭৮০০ জিটি বা এটিআই এক্স১৯০০ বা তদূর্ধ্ব) এবং হার্ডডিস্ক স্পেস : ৯ গিগাবাইট। অনলাইনে খেলার জন্য ইন্টারনেট কানেকশন স্পিড ৫১২ কিলোবিট/সেকেন্ড হতে হবে। ভালো পারফরম্যান্স পেতে হলে কোর টু ডুয়ো বা কোর টু কোয়াড সিরিজের প্রসেসর ব্যবহার করতে হবে।

ফলআউট

১৯৯৭ সালে বের হওয়া ফলআউট গেমটির কথা মনে আছে কি? ডস মোডের সেই গেমটির আরেকটি পর্ব বের হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। তারপর দীর্ঘ দশ বছর পর ২০০৮ সালে বের হয় ফলআউট ৩। নতুন ধারার রোল প্লেয়িং গেম এবং ভিন্নধর্মী গেমপ্লের কারণে নতুন গেমটি বেশ নামডাক ছড়াতে সক্ষম হয়েছে এবং মুক্ত করেছে বেশ কিছু এক্সপানশন। এক্সপানশনগুলো হচ্ছে–অপারেশন অ্যানকোরেজ, দ্য পিট, ব্রোকেন স্টিল, পয়েন্ট লুক আউট, মাদারশিপ জেটা ইত্যাদি। গেমগুলোর চাহিদা গেমারদের কাছে বেশ ভালো ছিল তাই গেমের উন্নতিও করা হয়েছে পুরোদমে।

ফলআউট ৩ গেমটি ডেভেলপ করেছিল বেথেসডা গেম স্টুডিও, কিন্তু নতুন গেমটি ডেভেলপ করেছে অবসিডিয়ান

এন্টারটেইনমেন্ট নামের একটি নতুন প্রতিষ্ঠান, যাতে পুরনো ফলআউট ১ ও ২-এর ডেভেলপারদের বেশ কয়েকজন কাজ করছেন। তাই দশ বছর পর রিলিজ পেলেও এ গেমটিতে প্রথম দিকের গেমের কিছুটা আবহ লক্ষ করা যাবে। গেমটি ইউনাইটেড স্টেটস ও ইউনাইটেড কিংডমে রিলিজ করেছে বেথেসডা সফটওয়ারক্স এবং ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে পাবলিশ করেছে ন্যামকো বানডাই গেমস নামের প্রতিষ্ঠান।

বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া পৃথিবীর পরিবেশের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ ঠাঁই নেয় মাটির নিচের এক সুরক্ষিত স্থান, যার নাম ভল্ট। এতে রয়েছে আধুনিক টেকনোলজি এবং অনেক বছর ধরে মানুষ সংগ্রাম করে বেঁচে আছে এ ভল্টে। ভল্টের ভেতরে এবং মাটির ওপরের বৈরী পরিবেশে গেমারকে বিচরণ করতে হবে। গেমের মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে গেমটির আলাদা ধরনের গেমপ্লে। লড়াইয়ের আগে শত্রুর দুর্বল জায়গাগুলো নিশানা করে তাকে কিছুটা ঘায়েল করে তারপর ধরাশায়ী করতে হবে। শত্রুপক্ষ হিসেবে অনেক ধরনের জীবজন্তু ও বিশালাকার কীট-পতঙ্গের সাথে

লড়াই করতে হবে।

গেমটির গ্রাফিক্সের মান বেশ ভালোই বলা চলে। গেমের পরিবেশের বাস্তবতা ও ক্যারেক্টার গ্রাফিক্স বেশ নিখুঁত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। হাই কনফিগারেশনের পিসিতে গেমটি খেলতে পারলে গেমের পুরো স্বাদ পাওয়া যাবে, কারণ তাতেই গেমের পরিবেশের বাস্তবতা সঠিকভাবে ফুটে উঠবে। গেমটির ন্যূনতম সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে–ইন্টেল পেন্টিয়াম ৪, ২.৪ গিগাহার্টজ বা এএমডি এথলন এক্সপি ২৫০০+, ১ গিগাবাইট মেমরির র‍্যাম, ১২৮ মেগাবাইট মেমরির এনভিডিয়া জিফোর্স ৬৮০০ বা এটিআই রাডেওন এক্স১৬০০ বা তদূর্ধ্ব এবং হার্ডডিস্কে ৮ গিগাবাইট ফাঁকা স্থান। গেমটি ফুল ডিটেইলসে খেলার জন্য আরো ভালোমানের গ্রাফিক্সকার্ড, ইন্টেল কোর টু ডুয়ো বা এএমডির এক্সটু সিরিজের প্রসেসর এবং ২ গিগাবাইট র‍্যামের দরকার হবে।

স্প্লিন্টার সেল

আমেরিকান ঔপন্যাসিক টম ক্ল্যান্সির লেখা থ্রিলার উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে অনেক গেম। তার মধ্যে স্প্লিন্টার সেল গেম সিরিজটি উল্লেখযোগ্য। এ সিরিজের গেমে তার উপন্যাসের টেকনিক্যাল দিকগুলো তুলে ধরা হয়, তাই গেমের প্রথমে তার নাম দেয়া হয়। তার নামটি এখন অনেকটা ব্র্যান্ড নেম হয়ে গেছে কিছু গেমের জন্য। সেরকম কিছু গেমের তালিকায় রয়েছে–রেইনবো সিক্স, স্প্লিন্টার সেল, হ্যাউক্স, ঘোস্ট রেকন ও ইভওয়ার। স্প্লিন্টার সেল সিরিজের গেমগুলোর মধ্যে রয়েছে–স্প্লিন্টার সেল, প্যানডোরা টুমরো, ক্যাওস থিওরি, এসেনশিয়ালস, ডাবল এজেন্ট ও কনভিকশন। টম ক্ল্যান্সির লেখা স্প্লিন্টার সেল সিরিজের উপন্যাসগুলো হচ্ছে–স্প্লিন্টার সেল, অপারেশন ব্যারাকুডা, চেকমেট, ফলআউট, কনভিকশন ও ইভওয়ার। কারো যদি উপন্যাস পড়ার ইচ্ছা থাকে তবে অসাধারণ এ থ্রিলার উপন্যাসগুলো সংগ্রহ করতে পারেন অনলাইন থেকে বা বড় বড় লাইব্রেরিতে খোঁজ নিয়ে।

টম ক্ল্যান্সির লেখা উপন্যাসের এক মূল চরিত্র হচ্ছে স্যাম ফিশার। স্যাম ফিশারকে কেন্দ্র করেই টমের উপন্যাসের কিছুটা আবহ নিয়ে স্প্লিন্টার সেল সিরিজের গেমগুলো বানানো হয়। স্যাম ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির (এনএসএ) এক গোপন শাখা থার্ড ইচেলনের সদস্য। সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে থার্ড ইচেলনের গোপন এক মিশন স্প্লিন্টার সেল প্রোগ্রামের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়। শত্রুপক্ষের চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকা (স্টিলথ), ছদ্মবেশ ধারণ, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও হাতাহাতি লড়াইয়ে বেশ দক্ষ। ৬ ফুট লম্বা, ১৭০ পাউন্ড ওজন ও খয়েরি বর্ণের চোখের অধিকারী এ যোদ্ধা ইসরায়েলের মার্শাল আর্ট ক্রাভ মাগা (হিব্রু) বা ক্লোজ কমব্যাটে বেজায় পটু। তাকে সামনাসামনি লড়াইয়ে হারাতে শত্রুপক্ষের বেশ বেগ পেতে হবে। যদিও গেমে তেমন একটা মারামারি করতে হবে না গেমারকে। এলিট ইন্টেলিজেন্সের অধিকারী স্যাম ফিশারকে নিয়ে মিশন শেষ করতে হবে শত্রুপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে।

গেমে মূল কাজ হচ্ছে শত্রুপক্ষের চোখে অদৃশ্য থেকে গোপনে নির্দিষ্ট মিশনের কাজ সমাধা করা। কিন্তু পথে কোনো বাধা এলে তা খুবই সতর্কতার সাথে এবং নিঃশব্দে নির্মূল করতে হবে, যাতে কাকপক্ষীও টের না পায়। নীরবে চোরের লুকিয়ে চুরি করে ঘর সাফ করে যাওয়ার সাথে গেম খেলার সাদৃশ্য রয়েছে। এ ধরনের গেমপ্লে স্টাইলকে বলা হয়ে থাকে স্টিলথ গেমপ্লে। কনভিকশনে স্টিলথ স্টাইলের আরো ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা গেছে, যা অনেকটা বিখ্যাত মুভি দ্য বর্ন আইডেনটিটি ও তার সিক্যুয়ালগুলোর সাথে বেশ মিলে যায়। যারা এখনো এ সিরিজের গেম খেলা শুরু করেননি তারা এ সিরিজের গেমগুলো সংগ্রহ করে খেলে দেখতে পারেন। বেশ ভালো লাগবে গেমগুলো।

ফিডব্যাক : shmt_21@yahoo.com